

13 September, 2021

New industrial policy should focus on private sector

► AA Business Desk

Experts at a webinar on Sunday observed that the new industrial policy should focus on creating a vibrant private sector through product diversification, skill development, policy reforms, private sector-led economic transformation, technology adaptation, adequate training and SME development, protecting domestic market, facilitating import substitute industry, re-define SME, cluster development and participation of women entrepreneurs.

They made the suggestion at the webinar on



"Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021" organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun and State

Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder joined the webinar as the chief guest and special guest respectively. "This government is industry-friendly and before formulation of industrial policy, we did consultation with the private sector.

Coordinated efforts needed to implement one stop service of BIDA," he added. He said coordinated efforts of public-private sector are needed to create employment opportunities, establishing skilled backward and forward linkage industry, expansion of domestic industry. The government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to get the benefits of 4th industrial revolution, he added. He said SME is the lifeline of the economy and they should get maximum facility either in fiscal or in non-fiscal format.

Bangladesh Post

a daily with a difference

13 September, 2021

Industrial policy should focus on creating a vibrant pvt sector

Experts at BCCI webinar on proposed nat'l industrial policy

Business Desk

Product diversification, skill development, policy reforms, facilitating import substitute industry, redefine SME, participation of women entrepreneurs are some of the key areas, the industrial policy should focus to compete in the international market even after the LDC graduation.

Speakers shed light upon the said at the webinar on "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021" on Sunday

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organised the webinar.

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun, and State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder, joined the webinar as the chief guest and special guest respectively.

Nurul Majid Mahmud Humayun, MP, Minister for Industries said we will be able to reach 40% contribution of industry to GDP. This government is industry-friendly and before formulation of industrial policy we did consultation with the private sector. Coordinated efforts needed to implement one stop service of BIDA.

"Moreover, coordinative efforts of

public-private sector to create employment opportunities, establishing skilled backward and forward linkage industry, expansion of domestic industry. Government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to curb the benefits of 4th industrial revolution", Minister added.

DCCI President Rizwan Rahman in his opening remarks urged for redefining the definition of SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to the small and cottage industries.

He suggested that, Bangladesh can follow example of Vietnam to prepare a comprehensive industrial policy.

"Research and development, innovation and e-commerce can play a vital role in future and government should address these sectors properly in the policy. After LDC graduation Bangladesh will have to face competition in the global export market due to lack of product diversification. In this regard, signing FTA with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country are very crucial" DCCI leader opine.

State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder, said protection of domestic industry, product quality,



increase productivity, IPR management, proper definition of SME, setup cluster based industrial park, sustainable industrialization and necessary policy reforms & infrastructure development will be considered for the next industrial policy as these are key to boost local and foreign investment in the country.

Md. Salim Ullah, Senior Assistant Secretary (Policy), Ministry of Industries presented the keynote paper. He said that we need to take measures for import-substitute industrial development.

Husne Ara Shikha, General

Manager, SMESPD, Bangladesh Bank said there should be specific definitions of cluster and startup included in the industrial policy. Manufacturing and service sector are already included in the Industrial policy but Trading is not included. Micro merchants should also be included in service industry sector.

Manwar Hossain, Group Managing Director, Anwar Group of Industries said policy should have a focus not only on overall industry but every individual industrialist or manufacturer. Stability of policies is very much needed to progress, he said.

ডিসিসিআই ওয়েবিনারে আলোচনা

জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বাড়ানোর তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের কাজ চলছে। নতুন নীতিতে দেশের সব অঞ্চলে সুমভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এছাড়া দক্ষ ও উৎপাদনশীল ব্যক্তি খাত গঠনে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যিক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। একই সঙ্গে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বাড়ানো নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মত তাদের। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনার থেকে এসব তাগিদ জানানো হয়।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। ডিসিসিআইয়ের সভাপতি রিজওয়ান রাহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আব্দুল মোমেন লিমিটেড গ্রুপের এমডি এএসএম মঈনউদ্দিন মোমেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হুসনে আরা শিখা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন প্রমুখ।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. সলিম উল্লাহ।

ওয়েবিনারের আলোচনায় জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, দেশের ব্যক্তি খাতকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে এ খাতের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধন, এলডিসি-উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রফতানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রফতানির সম্ভাবনাময়

দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানই নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেছেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এতে ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য শিল্পপণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা, নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পসহ সব ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সফলতার পরিচয় দিয়েছে। করোনা মহামারী মোকাবেলায় এবং টিকা প্রদান কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ বেসরকারি তথা ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ ও জনগণ এর সুফল ভোগ করবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শিল্প খাতে যে শ্রমিকবান্ধব ব্যক্তি খাতনির্ভর শিল্পায়ন এবং উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়নকে মূল উপজীব্য করে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে

ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে এ খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে। শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের গৃহীত শিল্পনীতি অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এছাড়া ডিসিসিআই সভাপতি এলডিসি উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রফতানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রফতানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোয় অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর জোরারোপ করেন এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর নেগোশিয়েশনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রস্তাব করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর চতুর্থ শিল্প

বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দরিদ্রতা ও বেকারত্ব হ্রাস, সম্ভাবনাময় রফতানিমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন বলেন, ব্যক্তি খাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প

বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়গুলো শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে টেকসই শিল্পায়ন, নবায়নযোগ্য ও সবুজ জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যাপক হারে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

আব্দুল মোমেন লিমিটেডের এমডি এএসএম মঈনউদ্দিন মোমেন বলেন, নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। এফডিআই আকর্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি আরো সম্প্রসারণে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হুসনে আরা শিখা বলেন, শিল্পনীতিতে স্টার্টআপ ও ক্রাস্টার খাতের জন্য সঠিক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ট্রেডিং খাতকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ খাতের উদ্যোক্তাদের সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব।

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের এমডি মনোয়ার হোসেন বলেন, শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, যারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।



গোবরু কাগজ

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ডিসিসিসিআইর সেমিনার

শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দিয়ে হচ্ছে শিল্পনীতি-২০২১

কাগজ প্রতিবেদক : বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত, ক্যাপিটাল পণ্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে একটি দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, বেসরকারি খাতের দক্ষতা বাড়াতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার এবং দেশের সব অঞ্চলে সুষমভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত হচ্ছে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১। গতকাল রবিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান

অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমাযুন এসব কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এতে ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যায়নে সহায়তা, নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে। তিনি আরো বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পসহ সব ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সফলতার পরিচয় দিয়েছে। করোনা মহামারি মোকাবেলায় এবং টিকা দেয়া কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করছে।

13 September, 2021

Industrialists prefer policy stability for industrialisation

Staff Correspondent

The new industrial policy should focus on creating a vibrant private sector through private sector-led economic transformation, technology adaptation, protecting the domestic market, facilitating import substitute industry and cluster development, experts observed on Sunday.

They made the suggestion at a webinar on "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021" organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry in the capital.

They also emphasised on product diversification, skill development, and policy reforms, redefine SME, adequate training and SME development and participation of women entrepreneurs.

Industries minister Nurul Majid Mahmud Humayun and state minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder joined the webinar as the chief guest and special guest respectively.

Addressing the virtual discussion

Industries minister said Bangladesh will be able to reach up to 40 per cent contribution to GDP after formulating a new industrial policy.

"This government is industry-friendly and before the formulation of industrial policy we did consultations with the private sector. Coordinated efforts needed to implement one stop service of BIDA," he said.

He also said coordinated efforts of the public-private sector are needed to create employment opportunities, establishing skilled backward and forward linkage industries, and expansion of domestic industry.

The government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to get the benefits of the 4th industrial revolution, he added.

He said SME is the lifeline of the economy and they should get maximum facility either in fiscal or in non-fiscal format.

State minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder said, "Protection of

domestic industry, product quality, increase productivity, IPR management, proper definition of SME, setup cluster based industrial park, sustainable industrialization and necessary policy reforms & infrastructure development will be considered for the next industrial policy as these are key issues to boost local and foreign investment in the country."

DCCI president Rizwan Rahman has called for redefining the definition of SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to the small and cottage industries.

He also suggested that Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive industrial policy, saying, "Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive industrial policy. Research and development, innovation and e-commerce can play a vital role in the future and the government should address these sectors properly in the policy."

He mentioned that, after LDC graduation, Bangladesh will have to face com-

petition in the global export market due to lack of product diversification. In this regard, signing FTA with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country are very crucial.

He also said that the moratorium period for the loan for SMEs should be extended.

Group managing director of Anwar Group of Industries Manwar Hossain said, "Policy should have its focus not only on the overall industrial sector but also on every individual industrialists or manufacturers. Stability in policies is also very crucial for making any further progress."

Managing director of Abdul Monem Limited ASM Mainuddin Monem called for aggressive product diversification and technological advancement.

"After LDC graduation, as the cost of production will be increased, we have to rightly address this issue. As the country's land policy is not yet very friendly, it should also be reformed especially for the Economic Zones," he added.

13 September, 2021

New industrial policy should focus on private sector: Experts

Business Correspondent

Experts at a webinar today observed that the new industrial policy should focus on creating a vibrant private sector through product diversification, skill development, policy reforms, private sector-led economic transformation, technology adaptation, adequate training and SME development, protecting domestic market, facilitating import substitute industry, redefine SME, cluster development and participation of women entrepreneurs.

They made the suggestion at the webinar on "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021" organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) here, said a press release on Sunday.

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun and State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder joined the webinar as the chief guest and special guest respectively.

"This government is industry-friendly and before formulation of industrial policy, we did consultation with the private sector. Coordinated efforts needed to implement one stop service of BIDA," he added.

He said coordinated efforts of public-private sec-



tor are needed to create employment opportunities, establishing skilled backward and forward linkage industry, expansion of domestic industry.

BSS adds: The government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to get the benefits of 4th industrial revolution, he added.

He said SME is the lifeline of the economy and they should get maximum facility either in fiscal or in non-fiscal format.

Kamal Ahmed Mojumder said protection of domestic industry, ensuring product quality, increasing productivity, IPR management, proper definition of SME, setting up cluster based industrial park, sustainable

industrialization and necessary policy reforms and infrastructure development will be considered for the next industrial policy as these are key to boost local and foreign investments in the country.

Moreover, EZs, industrial parks, cluster based industrial zone, one stop service will be established in the comparatively underdeveloped areas, he added.

DCCI President Rizwan Rahman, in his opening remarks, called for redefining the definition of SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to the small and cottage industries.

He suggested that Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive

industrial policy.

He opined that research and development, innovation and e-commerce can play a vital role in future and the government should address these sectors properly in the policy.

He mentioned that, after LDC graduation, Bangladesh will have to face competition in the global export market due to lack of product diversification. In this regard, signing FTA with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country are very crucial. He also said that the moratorium period for the loan for SMEs should be extended.

DCCI Senior Vice President N K A Mobin gave the vote of thank at the webinar.

Focus on product diversification in next industrial policy

Speakers say at DCCI webinar

STAFF CORRESPONDENT, *Chattogram*

Key issues that could play an effective role in creating a vibrant private sector should be incorporated when formulating the National Industrial Policy-2021, according to speakers at a webinar.

For example, the upcoming policy should focus on product diversification, skills development, policy reforms, technology adaptation and facilitation of import subsidies, they said.

A private sector-led economic transformation, safeguarding of the domestic market, increasing participation of female entrepreneurs, redefining small and medium enterprises (SMEs), and developing the sector as a whole could help raise Bangladesh's competitiveness, they said.

This will turn critical at the international stage once the country makes the United Nations status graduation from a least developed to developing country in 2026, they added.

The webinar, styled "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021", was organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

Speaking as chief guest, Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun said they had consulted various stakeholders in the private sector before formulating the policy.

He emphasised on the need for a coordinated effort between public and private entities to generate employment, establish skilled backward and forward linkage industries, and thereby expand the overall economy.

Kamal Ahmed Mojumder, state minister for industries, said protecting the domestic industry, improving productivity and product quality, setting up cluster-based industrial parks, and ensuring sustainable industrialisation and infrastructure development would be addressed in the policy.

Presenting the keynote paper, Md Salim Ullah, senior assistant secretary to the industries ministry, said the policy would focus on increasing the industrial sector's contribution to the GDP from 35 per cent to 40 per cent.

It will also aim for reducing poverty and unemployment by creating skilled workers,

he said.

Product diversification of potential export items and capacity building in the industrial sector are also needed to face the challenges of LDC graduation and so, these two aspects will get special attention in the policy, he added.

Ullah stressed on the need to take measures for import-substitute-based industrial development as well.

ASM Mainuddin Monem, managing director of Abdul Monem Limited, urged for aggressive product diversification and technological advancement.

The upcoming policy should also give special attention to skills development, policy reforms, technology adaptation and facilitation of import subsidies, experts say

"We need to diversify as the country is still service sector dependent while garments is the only major industry here," he said.

Terming the land policy as "not friendly enough", he urged for reforms, particularly for economic zones.

He went on to say that target-oriented and time-bound economic zone management was necessary.

Monem urged the government to have at least 10 economic zones out of 100 up and running, putting focus on fiscal incentives, quick infrastructure development and utility connections.

Manwar Hossain, managing director of the Anwar Group of Industries, said the industrial policy should focus not only on the overall industry but also on every individual industrialist or manufacturer.

"Ensuring that policies are sustainable is very much needed to make progress," he said.

"If we arrange skill development measures and training for migrant workers, then they will have more capacity to contribute to the national economy," Hossain added.

Husne Ara Shikha, a general manager of Bangladesh Bank, said the manufacturing and service sectors have already been included in the industrial policy but trading was still left out.

Micro merchants should also be included in the service industry sector, she said.

DCCI President Rizwan Rahman emphasised on addressing the issue of developing the e-commerce sector in the proposed policy.

Mentioning that Vietnam advanced 27 steps in the competitive industrial performance index between 2006 and 2016, he suggested taking cues from that country's industrial policy for formulating Bangladesh's one.

Due to their current definitions in the existing industrial policy, cottage, micro, small and medium sized enterprises are facing various problems, with many deprived of their due benefits or loans, said Rahman.

Citing that different bilateral and multilateral trade agreements will get priority after Bangladesh's status graduation, he emphasised on taking steps from now to enhance the negotiation skills of different related ministries as well as private sector entities.

13 September, 2021

Industrial policy should focus on private sector

Speakers at DCCI webinar

STAFF CORRESPONDENT

The proposed Industrial Policy 2021 should focus on creating a vibrant private sector to enhance the country's competitiveness in the global market even after its graduation from LDC group, speakers observed at a webinar.

The LDC graduation challenges can be offset through product diversification, improving skills, policy reforms, technology adoption, redefining SME and facilitate import substitute industry to increase industry sector's share in GDP to 40 percent, they said.

The observation came at a webinar on "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021," organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Sunday.

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun joined the session as chief guest while State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder attended as special guest.

"We will be able to reach 40 percent contribution to GDP from the industrial sector. This government is industry-friendly and before formulation of industrial policy, we consulted with the private sector," said Industries Minister.

He stressed coordinated efforts to implement one stop service of BIDA, create employment opportunities, establish skilled backward and forward linkage industry, and expand domestic industry.

Terming the SME as the lifeline of the economy, he assured that it should get maximum facility in both fiscal or non-fiscal formats.

"The government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to grab the benefits of the 4th industrial revolution," he said.

State Minister for Industries put emphasis on protection of domestic industry, improving product quality and productivity, IPR management, proper definition of SME, and setting up cluster based industrial park.

"Sustainable industrialization and necessary policy reforms and infrastructure development will be considered for the next industrial policy as these are key to boosting local and foreign investment in the country," he noted.

Moreover, economic zones, industrial parks, cluster-based industrial zone, one-stop service will be established in the comparatively underdeveloped areas, the state minister said.

DCCI president Rizwan Rahman called

for redefining the SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to small and cottage industries.

He sought extension of the moratorium period for SME loans.

"Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive industrial policy," DCCI chief pointed out.

According to him, research and development, innovation and e-commerce can play a vital role in future.

He said the government should address the sectors properly in the new industrial policy.

"Signing free trade agreements (FTA) with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country are very crucial."

Husne Ara Shikha, general manager at SMESPD of Bangladesh Bank, said there should be specific definitions of cluster and startup included in the industrial policy.

"Manufacturing and service sectors are already included in the industrial policy, but trading is not included. Micro merchants should also be included in service industry sector," she said.

"Industrial sector's contribution to the GDP is now 35 percent, of which, only

See page Biz-3

9 percent comes from large industries and the rest comes from the SMEs," she informed.

In his keynote paper, Md. Salim Ullah, senior assistant secretary (policy) at Ministry of Industries, said Bangladesh needs to take measures for import-substitute industrial development while export-oriented industrialisation will promote economic shift.

He said that the industrial policy will focus on how to increase the contribution of industrial sector to GDP from 35 percent to 40 percent.

Md. Selim Ullah said reducing poverty and unemployment by creating skilled manpower for industrial sector should also be addressed in the policy.

"Product diversification of potential exportable items, capacity building of industrial sector to face the challenges after LDC graduation will also get special attention in the next policy," he said.

Manwar Hossain, managing director of Anwar Group, said, "Stability of policies is very much needed to progress."

"We should concentrate where we have strengths. If we step up skill training for migrant workers, they will gain more capacity to contribute to the national economy," he said.

ASM Mainuddin Monem, managing director of Abdul Monem Ltd, called for aggressive product diversification and technological advancement.

"After LDC's graduation, cost of production will increase. So, we have to address this issue." He said.

Saying that the land policy in the country is not friendly enough, he called for reforms in the policy, especially for the EZs.

He emphasised the need to complete the work of at least 10 EZs out of planned 100 with focus on fiscal incentives, quick infrastructure development and utility connections

দেশ রূপান্তর

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ডিসিসিআই ওয়েবিনার

রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এফটিএ জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দক্ষ ও উৎপাদনশীল
ব্যক্তি খাত গঠনে নতুন
শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার
আবশ্যিক

এলডিসি-উত্তর সময়ে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানই নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

(ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী আলোচকরা এসব কথা বলেন। গতকাল রবিবার আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধন করতে হবে। এর মাধ্যমে এ খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে। শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের গৃহীত শিল্পনীতির অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া এলডিসি-উত্তর সময়ে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারা দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পপার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করাই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।

13 September, 2021

Experts focus on redefining SMEs

FE REPORT

Experts at a virtual dialogue on Sunday emphasised the need for redefining SMEs and startups in the proposed National Industrial Policy to ensure adequate financing - to have a vibrant private sector in the country and to get ready to face challenges of post-LDC era.

They said product diversification, skill development, policy reforms, private sector-led economic transformation, technology adaptation, adequate training, and SME development are some of the areas that the industrial policy should focus on to help compete in the international market even after the LDC graduation.

Speakers also emphasised protecting domestic market, facilitating import-substitute industries, cluster development, and participation of women entrepreneurs to make the policy up to date as per the demands of the Fourth Industrial Revolution (4IR).

They made these remarks at the webinar - 'Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy 2021' - organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

DCCI President Rizwan Rahman, in his opening remarks, urged the government to redefine the definition of SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to the small and cottage industries. Besides, the moratorium period for SME loans should be extended.

He also suggested that Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive

Make updated Nat'l Industrial Policy for 4IR, DCCI webinar told



(Top, from left) Minister for Industries Nurul Majid Mahmud Humayun, DCCI President Rizwan Rahman, State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder and other distinguished persons take part in a webinar on 'Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021' organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Sunday

industrial policy.

Mr Rahman opined that research and development, innovation and e-commerce can play a vital role in future, and the government should address these sectors properly in the policy.

The DCCI president also mentioned that after the LDC graduation Bangladesh would have to face competition in the global export market due to lack of product diversification.

"In this regard, signing free trade agreements (FTAs) with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country are very crucial," he added.

Echoing the same,

Husne Ara Shikha, general manager, SMESPD - the Bangladesh Bank (BB), said specific definitions of cluster and startup should be provided in the industrial policy.

"Micro merchants should also be included in the service industry sector. Industry sector's contribution to the country's GDP is 35 per cent, of which only 9.0 per cent comes from large industries, and the rest comes from SMEs."

She suggested including trading in the industrial policy, adding that the BB has been facilitating women entrepreneurs at its best capacity with best possible policy assistance.

Speaking as the chief guest, Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun said the country would be able to take contribution of industry sector to the GDP to 40 per cent.

"SMEs are the lifeline of our economy, and they should get maximum facility either in fiscal or non-fiscal format."

"Coordinated efforts of public and private sectors to create employment opportunities, establishing skilled backward and forward linkage industries, and expansion of domestic industries are important."

He also said the government is planning to create skilled human resources in the ICT sector to reap ben-

efits of the 4IR.

Synchronised efforts are needed to properly implement one stop service of the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), the minister concluded.

State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojumder said protection of domestic industries, IPR management, cluster-based industrial parks, sustainable industrialisation and necessary policy reforms would be considered for the next industrial policy, as these are the keys to boost local and foreign investments in the country.

Md Salim Ullah, senior assistant secretary (policy) of the Ministry of

Industries, presented the keynote paper.

He said the industrial policy would focus on increasing the contribution of industrial sector to the GDP from 35 per cent to 40 per cent as well as reducing poverty and unemployment by creating skilled human resources for the sector.

ASM Mainuddin Monem, Managing Director of Abdul Monem Limited, urged for aggressive product diversification and technological advancement.

After the LDC graduation, cost of production would increase. So, the issue has to be addressed.

The country's land policy is not friendly enough, Mr Monem noted, and urged for reforming it - especially for economic zones (EZs).

Besides, a target-oriented, time-bound EZ management policy is necessary.

He further requested the government to finalise at least 10 EZs with focused fiscal incentives, quick infrastructure development, and utility connections.

Manwar Hossain, Group Managing Director - Anwar Group of Industries, said the industrial policy should focus not only on overall industrialisation, but on every individual industrialist or manufacturer.

"Stability of policies is very much needed to progress. We should focus on (sectors), where we have strengths."

"If we arrange skill development measures and training for migrant workers, they will have more capacity to contribute to the national economy," he added.

bdsmile@gmail.com

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

‘সিএমএসএমই খাত অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি’

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : দেশের সিএমএসএমই খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, সিএমএসএমই খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ওয়েবিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসারকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে। তিনি জানান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মন্ত্রী বলেন, কোভিড মহামারি মোকাবিলায় দেশের ব্যক্তি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করেছে, যার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, সম্ভাবনাময় রফতানীমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো, প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। মো. সলিম উল্লাহ বলেন, ব্যক্তি খাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ বছরের মধ্যেই নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে। তিনি জানান, শিল্পনীতিতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে আটটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষল হোসেন মাসিক মিতা

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

প্রস্তাবিত শিল্পনীতি নিয়ে ওয়েবিনার

রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের বিদ্যমান সংজ্ঞা সংশোধন করা প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য আরো সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিল্পনীতিতে গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি: ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

গতকাল রবিবার আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা

চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানান। এর মাধ্যমে এখাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে বলে তিনি মনে করেন। শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের গৃহীত শিল্পনীতির অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া এলডিসি উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর

জোরারোপ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি বলেন, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে



শিল্পখাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলাসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করারই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।

ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ

ফয়েজুল আমীন বলেন, ব্যক্তিখাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়সমূহ শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আব্দুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম বলেন, নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। তিনি বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ভূমি আইনকে সংশোধন ও আমূল সংস্কার এবং জমির মূল্য যৌক্তিকহারে হ্রাসকরণের প্রস্তাব করেন। এফডিআই আকর্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গতি আরো সম্প্রসারণে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানান তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হোসেন আরা শিখা বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ

ব্যাংক ১ হাজার ৫০০ কোটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে, যেখান হতে নারী উদ্যোক্তাবৃন্দ ৫ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও স্টার্টআপ খাতে নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন বলেন, শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দ, যারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সব অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রাধান্য পাবে নতুন শিল্পনীতিতে

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, দেশের সব অঞ্চলে সুযমভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনকে প্রধান্য দিয়ে প্রণীত হচ্ছে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১। রবিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত, ক্যাপিটাল পণ্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিঙ্কেজ প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, বেসরকারী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রফতানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসারকেও প্রাধান্য দেয়া হবে এবারের শিল্পনীতিতে।

তিনি বলেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এতে ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য শিল্পপণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যানে সহায়তা, নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসারকে ত্বরান্বিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সফলতার পরিচয় দিয়েছে। করোনা মহামারী মোকাবেলায় এবং টিকাদান কর্মসূচী দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ বেসরকারী তথা ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ ও জনগণ এর সুফল ভোগ করবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শিল্পখাতে যে শ্রমিকবান্ধব ব্যক্তিখাত নির্ভর শিল্পায়ন এবং উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়নকে মূল উপজীব্য করে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত হবে। ডিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট রেজওয়ান রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ সলিম উল্লাহ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন আব্দুল মোনেম লিমিটেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএসএম মঈনউদ্দিন মোনেম, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হুসনে আরা শিখা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন প্রমুখ।

ডিসিসিআইর ওয়েবিনার সিএমএসএমই খাত বিকাশে নীতি সহায়তা জরুরি

যুগান্তর প্রতিবেদন

দেশের সিএমএসএমই খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বলে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, সিএমএসএমই খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে রোববার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এতে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, 'জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

তিনি জানান, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদের উন্নয়ন, সন্তাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মন্ত্রী বলেন, কোভিড মহামারি মোকাবেলায় দেশের ব্যক্তি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে, যার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারা দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, রিস্ট্রাকচারিভিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করাই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, সন্তাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পমত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো, প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যক্তি খাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে।

কালের বর্ধ

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১



ডিসিসিআইয়ের সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুনসহ অন্যরা

নতুন শিল্পনীতি নিয়ে শিল্পমন্ত্রীর আশা জিডিপিতে অবদান বেড়ে হবে ৪০%

নিজস্ব প্রতিবেদক >

নতুন শিল্পনীতি বাস্তবায়িত হলে শিল্প খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করা সম্ভব বলে মনে করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তবে এ জন্য বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) একমুখী সেবার (ওয়ানস্টপ সার্ভিস) সমন্বিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গতকাল রবিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' বিষয়ে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই প্রত্যাশার কথা জানান। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ। শিল্পমন্ত্রী বলেন, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয় করতে হবে। এ ছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারা দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা দেওয়াই হলো জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এ জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানিয়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের গৃহীত শিল্পনীতি অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) শেখ ফয়েজুল আমীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রগ্রামস ডিপার্টমেন্ট) হোসনে আরা শিখা, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম

নয়া দিগন্ত

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ডিসিসিআইর ওয়েবিনারে অভিমত দক্ষ ও উৎপাদনশীল খাত গঠনে অগ্রাধিকার প্রদান আবশ্যিক

জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, দেশের ব্যক্তিখাতকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে এ খাতের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিন্যস্ত সংজ্ঞার সংশোধন, এলডিসি উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রফতানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রফতানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানই নতুন শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী আলোচকরা। গতকাল আয়োজিত ওয়েবিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ■ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

হিসেবে যোগদান করেন।

ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিন্যস্ত সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসারকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারা দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করারই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মোঃ সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) শেখ ফয়েজুল আমীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট) হোসনে আরা শিখা, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন এবং আব্দুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোমেন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞপ্তি।

13 September, 2021

Businesses demand pvt sector-focused industrial policy

Staff Correspondent

BUSINESSES on Sunday said that a private sector-focused economic transformation should get priority in the new industrial policy to remain competitive on the global market even after the graduation of Bangladesh from the least developed country status.

They also urged the government to emphasise product diversification, skill development, policy reform, technology adoption and facilitation of import substitute industry in the national industrial policy to face the post-graduation challenges.

At a webinar 'Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021' organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, businesses said that creating a vibrant private sector in the country should be the aim of the new industrial policy.

ASM Mainuddin Monem, managing director of Abdul Monem Limited, urged the government to focus on product diversification and technological advancement to face future challenges.

'After the LDC gradua-

tion, cost of production will increase, so we have to address the issue,' he said.

enhancing trade negotiation skills of the country, saying that after the LDC graduation, Bangladesh would have to face competition on the global export market due to lack of product diversification.

Manwar Hossain, managing director of Anwar Group of Industries, said that the policy should have a focus not only on the overall industry but on every individual industrialist or manufacturer.

'We should concentrate on where we have strengths. If we arrange skill development measures and training for the migrant workers, they will have more capacity to contribute to the national economy,' he said.

Industries minister Nurul Majid Mahmud Humayun said that the government was working to increase the contribution of industry to the gross domestic product to 40 per cent and that would be

achieved.

He said that the government was planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to face the challenges of the 4th industrial revolution.

Terming the SME sector the lifeline of economy, the minister said that the sector should get the maximum facility either in fiscal or non-fiscal format.

State minister for industries Kamal Ahmed Mojumder said that protection of domestic industry, product quality, productivity increase, cluster-based industrial park, sustainable industrialisation and necessary policy reform, and infrastructure development would be considered for the next industrial policy.

Sheikh Faezul Amin, additional secretary of the industries ministry, and Husne Ara Shikha, general manager of the Bangladesh Bank, among others, spoke at the event.

13 September, 2021

BD able to reach 40pc industrial contribution to GDP

Business Desk

Industries Minister Nurul Majid Mahmud Hamayun on Sunday said Bangladesh will be able to reach up to 40% contribution to GDP after formulating a new industrial policy.

"This government is industry-friendly and before the formulation of industrial policy we did consultations with the private sector," he said while addressing a virtual discussion on "Private Sector Expectation in the Proposed National Industrial Policy-2021" arranged by Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

The minister noted that coordinated efforts are needed to implement the one-stop service of BIDA, roads a press release.

"Government is planning to create skilled human resources in the ICT sector of Bangladesh to reap the benefits of the 4th industrial revolution," he further added.

Speakers at the discussion focused on key areas related to industrial policy.

State Minister for Industries Kamal Ahmed Mojaumder MP said protection of domestic industry, product quality, increase productivity, HR management, proper definition of SME, setup cluster-based industrial park, sustainable industrialization and necessary policy reforms & infrastructure development will be considered for the next industrial policy.

EZs, industrial parks, cluster-based industrial zone, one-stop service will be established in the comparatively underdeveloped areas, he added.

Industries Ministry Senior Assistant Secretary (Policy) Md Salim Ullah presented the keynote paper.

He said stakeholders need to take measures for import-substitute industrial development.

DCCI President Riwaz Rahman urged redefining the definition of SMEs to ensure adequate access to finance and policy support to the small and cottage industries.

He also suggested that Bangladesh can follow the example of Vietnam to prepare a comprehensive industrial policy.

Riwaz noted that after LDC graduation Bangladesh will have to face competition in the global export market due to lack of product diversification.

"In this regard, signing FTA with potential countries and enhancing trade negotiation skills of the country is very crucial," he added.

প্রথম আলো

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ভিয়েতনামের শিল্পনীতি অনুসরণের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতিতে ভিয়েতনামের শিল্পনীতির অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া দরকার। নতুন শিল্পায়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিতে গুরুত্ব দিলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করা যাবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজনে 'জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনায়

প্রথম আলো

ব্যবসায়ী নেতারা এই পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন।

ই) কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞা সংশোধনের আহ্বান জানান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান।

আলোচনায় আরও বক্তব্য দেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, আনোয়ার গ্রুপের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মানোয়ার হোসেন, আবদুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম প্রমুখ।

সমকাল

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতায় অগ্রাধিকার দিতে হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নতুন শিল্পনীতিতে ব্যক্তি খাতকে উজ্জীবিত করার উদ্যোগে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিল্পোদ্যোক্তারা। তারা বলেছেন, এমনভাবে শিল্পনীতি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতের সংজ্ঞা পরিবর্তন, রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে— এমন দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তারা।

গতকাল রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বলা হয়, বর্তমানে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের কাজ চলছে। নতুন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ সময়ে দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে দেশের শিল্প খাত আন্তর্জাতিক বাজারে বর্তমানে যেসব শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা পাচ্ছে, তার অনেকগুলোই থাকবে না। ব্যবসায়ীরা চান নতুন শিল্পনীতি এমনভাবে করা হোক, যাতে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা কমে গেলেও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ওয়েবিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বাড়ানো, সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় নতুন শিল্পনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিল্প খাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়গুলোও প্রাধান্য পাবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতে পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধা বাড়ানোতেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান

সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পপার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়ক হবে নতুন শিল্পনীতি।

ডিসিসিআই সভাপতি রিজওয়ান রাহমান বলেন, সিএমএসএমই খাতের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তি সহজ করতে এ খাতের সংজ্ঞা সংশোধন করতে হবে। রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স খাতের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তিনি শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের শিল্পনীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন।

আব্দুল মোনেম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম বলেন, আগামীতে শিল্পায়নে তথ্যপ্রযুক্তিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। নতুবা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টেকা যাবে না।

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন বলেন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর করতে হবে। আগামীর বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য ছোট উদ্যোক্তা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন বলেন, ব্যক্তি খাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়গুলো শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে নবায়নযোগ্য ও সবুজ জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হোসেন আরা শিখা বলেন, শিল্পনীতিতে স্টার্টআপ ও ক্লাস্টার খাতের জন্য সঠিক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হলে উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত
শিল্পনীতির
ওপর
আলোচনায়
উদ্যোক্তারা

জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান অগ্রাধিকার দিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন আবশ্যিক

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, দেশের ব্যক্তিখাতকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে এ খাতের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংস্কার সংশোধন, এলডিসি-উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন হওয়া উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বজারা।

গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি : ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারী বজারা এসব কথা বলেন। ওয়েবিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংস্কার সংশোধনের আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে এ খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তাপ্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে। শিল্পনীতি তৈরিতে ত্রিবেতনামের গৃহীত শিল্পনীতির অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি, এলডিসি-উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানের ওপর জোরারোপ করেন এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের নেগোশিয়েশনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রস্তাব করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, 'জিডিপিতে শিল্পখাতের

অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের মৌখ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রধান্য পাবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য তথ্য-

ডিসিসিআই আয়োজিত

'প্রস্তাবিত জাতীয়

শিল্পনীতি : ব্যক্তি খাতের

প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনার

প্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। কোভিড মহামারী মোকাবিলায় দেশের ব্যক্তিখাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে, যার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতির সম্ভার হয়েছে। দেশের সিএমএসএমই খাতে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাই এ খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারাদেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পপার্কে গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করাই জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ এর মূল লক্ষ্য।'

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল

প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, 'নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যম দরিদ্রতা ও বেকারত্ব হ্রাস, সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্পখাতসমূহের প্রসার ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্পখাতে সক্ষমতা বাড়ানো নানা বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'ব্যক্তিখাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আশা প্রকাশ করেন, এ বছরের মধ্যেই নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে। শিল্পনীতিতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করতে ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে আটটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

ওয়েবিনারের নির্ধারিত আলোচনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) শেখ ফয়েজুল আমীন, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট) হোসেন আরা শিখা, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন এবং আবদুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোমেন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন বলেন, 'ব্যক্তিখাতের উৎকর্ষ এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়নের বিষয়সমূহ শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে টেকসই শিল্পায়ন, নবায়নযোগ্য ও সবুজ জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, ব্যাপক হারে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে প্রধান্য পাবে।'

আবদুল মোমেন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা

পরিচালক এ এস এম মঈনউদ্দিন মোমেন বলেন, 'নতুন শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করা যাবে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভূমি বন্দবস্ত কার্যক্রম দ্রুততর করার জন্য বিদ্যমান ভূমি আইনকে সংশোধন ও আমূল সংস্কার এবং জমির মূল্য যৌক্তিকহারে হ্রাস করতে হবে। দেশে হোজা কোম্পানি বিনিয়োগের কারণে এখন হোজা উৎপাদনে ব্যবহৃত ২২টি পার্টসের মধ্যে ১৩টিই স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, যা আমাদের সক্ষমতারই বহির্প্রকাশ। এফডিআই আকর্ষণ ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতি আরো সম্প্রসারণে নীতি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হোসেন আরা শিখা বলেন, 'শিল্পনীতিতে স্টার্টআপ ও ক্লাস্টার খাতের জন্য সঠিক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ট্রেডিং খাতকে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ খাতের উদ্যোক্তাদের সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ হতে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১৫০০ কোটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে, যেখান হতে নারী উদ্যোক্তাদের পাঁচ শতাংশ হারে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও স্টার্টআপ খাতে নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণা নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য তরুণ উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।'

আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ার হোসেন বলেন, 'শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাদের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও যেসব শিল্পে আমাদের সক্ষমতা রয়েছে, শুধুমাত্র তার ওপর বেশি প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন এবং প্রবাসে দক্ষ জনশক্তি পাঠানোর জন্য দক্ষতা অর্জনে কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সরকার ঘোষিত ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ক নীতিমালাসমূহে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।'

দেশের সব অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ার প্রাধান্য শিল্পনীতিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সব অঞ্চলে সুসমভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকে প্রধান্য দিয়ে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণীত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। চতুর্থ

শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নেয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব দেয়া হবে। এ ছাড়া শিল্পনীতিতে ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য শিল্প পণ্য উৎপাদন বৈচিত্র্যে সহায়তা, নতুন, যোগ্য ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা সৃষ্টিকল্পে সহায়ক ভৌত সুবিধাদি প্রাপ্তিতে সহায়তা করা এবং স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং, ক্রেডিট গ্যারান্টি প্রভৃতি দেয়ার মাধ্যমে এসএমই খাতের প্রসার ত্বরান্বিত করা হবে।

তিনি বলেন, কভিড মহামারি মোকাবিলায় দেশের ব্যক্তি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশ কয়েকটি প্রণোদনা প্যাকেজ করছে; যার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। দেশের সিএমএসএমই খাতে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাই এ খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতিসহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১-এ বেসরকারি তথা ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ ও জনগণের সুফল ভোগ করবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শিল্প খাতে যে শ্রমিকবান্ধব ব্যক্তি খাতনির্ভর শিল্পায়ন এবং উৎপাদনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই সফল বাস্তবায়নকে মূল উপজীব্য করে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত হবে।

ওয়েবিনারের মূল প্রবন্ধে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ বলেন, নতুন

শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস পাবে। সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বেড়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যক্তি খাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতার বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বছরের মধ্যে নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে।

মো. সলিম উল্লাহ জানান, শিল্পনীতিতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের সব বিভাগে আটটি পরামর্শক সভা হয়েছে। ওয়েবিনারের স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান দেশের সিএমএসএমই খাতের যথাযথ উন্নয়নে বিদ্যমান সংজ্ঞার সংশোধনের আহ্বান জানান, যার মাধ্যমে এ খাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়টি সহজতর হবে। শিল্পনীতি তৈরিতে ভিয়েতনামের গৃহীত শিল্পনীতির অনুসরণের পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং ই-কমার্স শিল্পের অগ্রযাত্রাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত দেন। এ ছাড়া ডিসিসিআই সভাপতি, এলডিসি উত্তর সময়ে বিশেষ করে দেশের রপ্তানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানির সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার ওপর জোর দেন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর নেগোসিয়েশনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রস্তাব দেন।

ওয়েবিনারে আলোচনায় অংশ নেন আব্দুল মোনেম লিমিটেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এএসএম মঈনউদ্দিন মোনেম, বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক হুসনে আরা শিখা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ ফয়েজুল আমীন প্রমুখ।

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারাই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের (সিএমএসএমই) অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, সিএমএসএমই খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই।

রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ওয়েবিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমইর সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারাদেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করাই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।

Industrial policy on cards to increase GDP contribution

INDUSTRY - BANGLADESH

TBS REPORT

The government is giving utmost importance to facilitating businesses in the private sector and attracting foreign investment

The government is working towards formulating the National Industrial Policy 2021, aiming to increase the industrial sector's contribution to the GDP by 5% to take it to 40%.

To achieve this goal, the government is giving utmost importance to

facilitating businesses in the private sector and attracting foreign investment in preparing the new industrial policy, said Md Salim Ullah, senior assistant secretary (Policy) of the Ministry of Industries, at a webinar on Sunday.

He presented the keynote paper at the webinar titled "Proposed National Industrial Policy: Private Sectors' Expectations," organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry.

Md Salim Ullah said according to the Bangladesh Economic Review 2020, the industrial sector's contribution to GDP is around 35%, the service sector's contribution is around 51% and the agriculture sector's contribution is around 13%.

He said the government is giving the highest importance to five issues in the new industrial policy. They are formulating the policy to prepare a

plan for private sector-based industrialisation.

They are also giving importance to increasing government cooperation in private enterprise expansion in production and market management.

The authorities are also emphasising industrial efficiency and productivity for achieving growth and making arrangements for government supervision over the matter, said Md Salim Ullah.

They are also developing the policy to create an environment to attract foreign investment by improving the ease of doing business index.

The policymakers are preparing the plan by taking into account the experiences of stakeholders and experts, said Md Salim Ullah.

At the event, DCCI President Rizwan Rahman called for revising the existing definition of the micro, small and medium

enterprises (MSME) to cottage, micro, small and medium enterprises (CMSME) for the proper development of these sectors. He also urged the authorities to give importance to financial and policy support for these entrepreneurs. He said if needed, the authorities should follow Vietnam's industrial policy, and as well focus on research and development, innovation and the advancement of the eCommerce industry.

Mainuddin Monem, managing director of Abdul Monem Limited, said technology should be given importance in the new industrialisation policy, through which competitiveness in the international market can be achieved. To expedite land acquisition in the economic zone, the existing land laws need to be amended and completely reformed, and land prices should be reduced to a reasonable rate.

He said, "Due to the investment of Honda Motor Company in the country, 13 out of the 22 parts used in the production of Honda vehicles are now being produced in the country. That is our capability. So we need to ensure policy and financial support to attract foreign direct investment."

Speaking as the chief guest, Industries Minister Nurul Majid Mahmud Humayun said the industrial policy would focus on increasing employ-

ment opportunities in the public and private sectors, establishing efficient backward and forward linkage industries, expanding domestic technology through research and developing skills in the CMSME sector. He said, "The CMSME sector is the main driving force of the economy. There is no alternative to ensuring financial and policy support for the development of this sector. In addition, the new policy will be finalised by giving priority to the consensus of the stakeholders. Therefore, the government will accept any kind of proposal."

State Minister for Industries Kamal Ahmed Majumder said the main objectives of the National Industrial Policy 2021 is to provide necessary legal and infrastructural facilities for protection of domestic industry, preservation of product quality, intellectual property management, a proper definition of SMEs, building cluster-based industrial parks, environment-friendly industrialization, and attracting domestic and foreign investment.

The new industrial policy is being created because 2016's National Industrial Policy's term will end this year. Along with the focus on private enterprises, the new policy is also giving importance to increase the production of alternatives to the imported products and developing industries for export-oriented products.

আজকালের খবর

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১



সিএমএসএমই খাত অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি: শিল্পমন্ত্রী

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের সিএমএসএমই খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, সিএমএসএমই খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। গতকাল রবিবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ব্যক্তি খাতের প্রত্যাপনা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ওয়েবিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, 'জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে। তিনি জানান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মন্ত্রী বলেন, 'কোভিড মহামারি মোকাবিলায় দেশের ব্যক্তি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে, যার ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার

হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমই'র সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারাদেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করারই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, সম্ভাবনাময় রপ্তানীমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো, প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। মো. সলিম উল্লাহ বলেন, ব্যক্তি খাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ বছরের মধ্যেই নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে। তিনি জানান, শিল্পনীতিতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে আটটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোকিত বাংলাদেশ

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সিএমএসএমই খাত অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি : শিল্পমন্ত্রী

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দেশের সিএমএসএমই খাতকে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'সিএমএসএমই খাতের বিকাশে আর্থিক ও নীতি সহায়তা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই।' গতকাল রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ওয়েবিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি রিজওয়ান রাহমান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, 'জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি খাতের যৌথ সমন্বয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো, দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পপ্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্প খাতের দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, সিএমএসএমই খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো নতুন শিল্পনীতিতে প্রাধান্য পাবে।' তিনি জানান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা গ্রহণের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদের উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় খাতগুলোর পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ের ওপর নতুন শিল্পনীতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। মন্ত্রী বলেন, 'কোভিড মহামারি মোকাবিলায় দেশের ব্যক্তি খাতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সরকার বেশকিছু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করছে, যার

ফলে আমাদের অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'দেশীয় শিল্পের সুরক্ষা, পণ্যের গুণগত মান সংরক্ষণ ও মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা, এসএমই'র সঠিক সংজ্ঞায়ন, সারা দেশে শিল্পায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করারই জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এর মূল লক্ষ্য।' শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি) মো. সলিম উল্লাহ ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'নতুন শিল্পনীতিতে জাতীয় আয়ে শিল্প খাতে বিদ্যমান অবদান ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বোচ্চ সুফল অর্জন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যম দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস, সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী শিল্প খাতগুলোর প্রসার ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিল্প খাতে সক্ষমতা বাড়ানো, প্রভৃতি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।' মো. সলিম উল্লাহ বলেন, 'ব্যক্তি খাত ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্য নিয়ে শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ বছরের মধ্যেই নতুন শিল্পনীতি চূড়ান্তকরণ সম্ভব হবে। তিনি জানান, শিল্পনীতিতে স্টেকহোল্ডারদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগে আটটি পরামর্শক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমাদের অর্থনীতি

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১

দেশের সব অঞ্চলে
শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে
প্রাধান্য দিয়ে আসছে
শিল্পনীতি : শিল্পমন্ত্রী

মো. আখতারুজ্জামান : শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর শিল্প দর্শন তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার নিশ্চিত, ক্যাপিটাল পণ্য শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে একটি দক্ষ ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোওয়ার্ড লিংকেজ প্রতিষ্ঠা, গবেষণার মাধ্যমে শিল্পখাতে দেশীয় প্রযুক্তির প্রসার, বেসরকারি খাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রসার এবং দেশের সব অঞ্চলে সুসমভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত হচ্ছে জাতীয় শিল্পনীতি-২০২১।

রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত প্রস্তাবিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১-এ ব্যক্তিখাতের প্রত্যাশা শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, আসন্ন শিল্পনীতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত বলবত থাকবে। এতে ব্যক্তি খাতের প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম বলেন, এর আগে সর্বশেষ বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্মেলন হয়েছিল ২০১৬ সালে তখনকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের অধীনে। ওই বছরই বিনিয়োগ বোর্ড ও বেসরকারীকরণ কমিশনকে একীভূত করে গঠিত হয় বিভা। তিনি জানান, বিশ্ব ব্যাংকের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইএফসি সামিট-২০২১ আয়োজনের অর্থায়ন করবে। বিভা সেখানে এক কোটি টাকার মত খরচ করবে বলে প্রাথমিকভাবে আমরা চিন্তা করছি।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল ইসলাম বলেন, ২০১৯ সালে বিভার ওয়ান স্টফ সার্ভিসে মাত্র ১৪টি সেবা দেয়া যেত। এখন তা বাড়িয়ে ৫২টি করা হয়েছে। আমরা সেবা দেয়ার জন্য বসে আছি। কিন্তু যারা সেবা গ্রহীতা তারা সেবা না নিয়ে আমরা দিবো কিভাবে? অবাক করার বিষয় বিভা থেকে আগে যে ১৪টি সেবা নিতে এর বাহিরে আর অন্য সব সেবা নিতে চায় না বিনিয়োগকারিরা। তবে কেন নিতে চাচ্ছে না তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করছি। বাংলাদেশকে ব্রান্ডিং করার জন্য বিশুমিডিয়ায় তুলে ধরার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি।